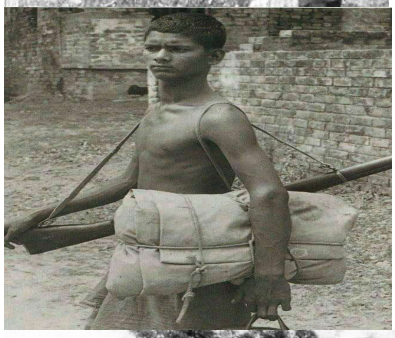

বাবুদের দেশমা স্বাধীন হলো

কাইউম পারভেজ

যাবার বেলায় পিছু ফিরে আমাদের বাড়ীটা

একবার দেখছিলাম।
ভোরের সেই আলোর লুকোচুরিতে দেখলাম
তুমি বারান্দায় ঠিকই দাঁড়িয়ে আছো।
যতক্ষণ যতদূর দেখা যায় আমায় -তুমি তাকিয়ে ছিলে।
আমি চলে যাচ্ছি – মুক্তিবাহিনীতে চলে যাচ্ছি।

কাল রাতে পুকুর পাড়ে যখন তোমার কান্নাভেজা মুখটা
আমার রোমশ বুকে আছড়ে পড়ছিলো – সে মুখ
আমি হৃদয়ের ফ্রেমে বাঁধাই করে রেখেছিলাম।
আমার বাবুটার হামা দেয়া ছবিটাও।
আমি যখন বলেছিলাম আমি যুদ্ধে যাবো –
আমার পানে অনেকক্ষণ তাকিয়ে চোখটা ভেজালে –

তারপর বললে তুমি যাও - তুমি যাও
দেশমা ডাকছে তোমায়।
আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেশমার ডাকে যাচ্ছি –
বুকে আমার সেই দু'খানি ফ্রেম।

আমি ট্রেনিং নেই বুকে আমার সেই ফ্রেম দুটো

দেহমনে অসূরের শক্তি এনে দেয় – দলপতি আদেশ দেয়
চলো আগে বাড়হো – এগিয়ে যাই শত্রুর অন্বেষণে।
কতদিন কত রাত পেরিয়ে যায় বাবুটার খোঁজ জানিনা
তোমরা কেমন আছো – বাবা মা? মাঝে মাঝে
তোমাদের কথা ভাববারও সময় পাই না।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধ।
সোনার বাংলাটাকে ওরা নরহত্যায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে
শেষ করেছে। ওরা আমার ঘৃণার কুন্ড্ডুলী।

আজ একটা ব্রেক পেয়েছি।
পুড়িয়ে দেয়া একটা স্কুল ঘরে বসে তোমাকে লিখছি।
জামার পকেটে বোতাম দিয়ে তোমাকে মেইল করে দেবো
যদি কোনদিন পাও! আমার বাবুটা কত বড় হলো?

এ যুদ্ধ একদিন শেষ হবেই। জয় আমাদের হবেই।
সেদিন জয়বাংলা বলে তোমাদের কাছে ফিরে যাবো।
তোমাকে আর বাবুটাকে একসাথে জড়িয়ে ধরবো –
জয়বাংলা।
আর যদি না ফিরি –
বাবুকে নিয়ে আমার বাবা-মার সাথে থেকো।
ওঁরা তোমাদের ফেলে দেবেন না কখনো।

যুদ্ধ থেমে গেল – স্বাধীন হলো দেশ
সে আর এলো না ফিরে
অবশেষে বাবুটা থেকে গেল তার পিতামোহের কাছে।
বাবুর মা অপবাদ সইতে না পেরে একদিন
খাটিয়ায় চড়ে বাবুর বাবার কাছে চলে গেল।
দেশমা স্বাধীন হলো।
স্বাধীন হলো দেশ।